ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

'আযকারুল কুরআন ও মাসনুন দু'আর প্রথম সংকলন প্রকাশ করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। দরূদ ও সালাম জানাই বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি।

বর্তমান বিশ্বে ভার্চুয়াল ভাইরাস ও সীমাহীন পণ্য আসক্তি আমাদেরকে মহান রবের স্মরণ থেকে গাফিল করে রেখেছে আর মানুষের চিরশত্রু শয়তান টেনে নিয়ে যেতে চায় আরও বহুদূর। মুক্তিকামী মানবতার জন্য আলোকবির্তকা হিসেবে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ এবং মু'মিনের পিপাসার্ত রূহে পানি সঞ্চার করে 'যিকরে ইলাহী'। রাসুলল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ (যিকর) করে, আর যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ (যিকর) করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

যিকর বা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ অন্তরকে প্রশান্ত করে এবং মহান রবের নিকটবর্তী হতে সহায়তা করে।

এই উদ্দেশ্যে কুরআনুল কারীমের বিশেষ ফযিলতপূর্ণ কিছু সূরা ও আয়াত, জরুরী কিছু মাসলা-মাসায়েল, প্রাত্যহিক মসনুন দু'আ সমূহ, সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের জন্য সহজবোধ্য করার নিমিত্তে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা তিনি যেন আমার এই খেদমতটুকু সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন এবং পাঠকবৃন্দের জিহ্বা 'যিকর' দ্বারা সিক্ত করার তাওফীক দান করেন।

এই মহতি কাজে আমার সহধর্মিনী আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে। আমার জামাতা ডাঃ এনায়েতুল্লাহ নাজীমসহ আমার সহকর্মী জনাব মোঃ রাশেদুল করিম, মোঃ আবদুল্লাহ ও মোঃ মারুফুল ইসলাম তরফদার বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নেক আমলসমূহ কবুল করুন এবং এই উসিলায় আমার মরহুম পিতা-মাতাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন।

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর'। (-সূরা আহযাব- ৪১)

আল্লাহর রহমত প্রত্যাশী
মুহাম্মদ রুহুল আমিন
ঢাকা- ১০.০৩.২০২২

সূচিপত্র

২৩.	সূরা আল-ফীল	৬০
২৪.	সূরা আল-কুরাইশ	৬১
২৫.	সূরা আল-মা'উন	৬১
২৬.	সূরা আল-কাউসার	৬২
২৭.	সূরা কাফিরুন	৬৩
২৮.	সূরা আন-নাসর	৬৩
২৯.	সূরা লাহাব	৬৪
৩০.	সূরা আল-ইখলাস	৬৫
৩১.	সূরা আল-ফালাক	৬৬
৩২.	সূরা আন-নাস	৬৬
৩৩.	কালিমা সমূহ	৬৮
৩৪.	কুর'আনে উল্লেখিত কতিপয় দু'আ	৭০
৩৫.	ফরজ সালাতের পর ও সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু'আসমূহ	৭২
৩৬.	দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ	৭৮
৩৭.	পবিত্রতার মাসাইল	৮২
৩৮.	নামাযের মাসাইল	৮৩
৩৯.	জানাজা ও কাফন-দাফন	৮৭
৪০.	কতিপয় কবিরা গুনাহের তালিকা	৯১
৪১.	হাদিসের সোনালী কথা	৯৪

সূচিপত্র

১.	সূরা ফাতিহা	০৭
২.	সূরা আল বাক্বারাহ (আয়াত ১-৭)	০৮
৩.	আয়াতুল কুরসি	১০
৪.	সূরা আল-বাক্বারাহ (আয়াত ২৮৪-২৮৬)	১০
৫.	সূরা আত-তাওবাহ্ (আয়াত ১২৮-১২৯)	১২
৬.	সূরা আল কাহ্ফ (আয়াত ১-১০)	১৩
৭.	সূরা ইয়াসিন	১৫
৮.	সূরা আর-রহমান	৩০
৯.	সূরা আল-হাশর (আয়াত-২২-২৪)	৪০
১০.	সূরা আল-মুলক	৪১
১১.	সূরা আদ-দুহা	৪৭
১২.	সূরা আল-ইনশিরাহ	৪৮
১৩.	সূরা আত-তীন	৪৯
১৪.	সূরা আল-আলাক্ব	৫০
১৫.	সূরা আল-ক্বদর	৫২
১৬.	সূরা আল-বাইয়্যিনাহ	৫২
১৭.	সূরা আয-যিলযাল	৫৪
১৮.	সূরা আল-আদিয়াত	৫৫
১৯.	সূরা আল-ক্বারিয়াহ	৫৬
২০.	সূরা আত-তাকাসুর	৫৭
২১.	সূরা আল-আসর	৫৮
২২.	সূরা আল-হুমাযাহ	৫৯

সূরা আল-ফাতিহা

সূরা ফাতিহাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন। এই সূরা কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ সূরা। তাওরাত, জবুর, ইনজিল, কোনো কিতাবে এই সূরার তুলনীয় কোন সূরা নেই। (বুখারী, মিশকাত-২১৪২)

এই সূরা এবং সূরায়ে বাকারা'র শেষ তিনটি আয়াত হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিশেষ নূর, যা ইতিপূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। (মুসলিম শরীফ-৮০৬)।

উবাই ইবনু কা'ব (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'আল্লাহ উম্মুল কুরআনের মত তাওরাত ও ইনজিলে কিছু নাযিল করেননি। এটিকেই বলা হয়, 'আস-সাব'উল মাছানী' (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত), যাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। আর আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, সে যা চাইবে। (নাসায়ী শরীফ-৩১৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যে- তিনি সৃষ্টিকূলের মালিক।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾

২. তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾

৩. তিনি বিচার দিনের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾

সূরা: ২

আয়াতুল কুরসি

সূরা আল বাক্বারাহ
আয়াত: ২৫৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

অর্থ: মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনাদি সত্তা, তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা আচ্ছন্ন করে না; আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তার; কে আছে এমন যে, তার দরবারে বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করবে? তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তার জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করেন, তার বিশাল সম্রাজ্য আসমান যমিনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে, এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাকে পরিশ্রান্ত করেনা, তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান। (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত-২৫৫)

ফাযীলাত: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে মৃত্যু ছাড়া জান্নাতে যেতে তার আর কোন বাধা নেই। (নাসাঈ-৯৮৪৮)

রাসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে তার জন্য ফেরেশতা হেফাজতকারী থাকবে; আর সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার নিকটেও আসতে পারবে না। (বুখারী-২৩১১, ফতহুল বারী)

সূরা: ২

সূরা আল বাক্বারাহ

আয়াত: ২৮৪-৮৬

ফাযীলাত: সূরা ফাতিহা এবং সূরা আল-বাক্বারার শেষ তিনটি আয়াত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নূর। যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। (মুসলিম শরীফ-৮০৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ﴿١﴾

১. ইয়াসীন।

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

২. জ্ঞানগর্ভ কোরআনের শপথ,

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾

৩. তুমি অবশ্যই রসূলদের একজন,

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾

৪. নিঃসন্দেহে তুমি সরল পথের উপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো,

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾

৫. পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর কাছ থেকেই এ কোরআন অবতীর্ণ;

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

৬. যাতে তুমি এমন এক জাতিকে সতর্ক করে দিতে পারো, যাদের বাপ-দাদাদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফেল।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

৭. তাদের অধিকাংশের জন্য (আল্লাহর শাস্তির) বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, তাই তারা কখনো ঈমান আনবে না।

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾

৮. আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক ঊর্ধ্বমূখী হয়ে গেছে।

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾

৯. (হে নবী,) তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো?

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

১০. যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন তারা দোয়া করলো, হে আমাদের রব, তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করো এবং আমাদের কাজকর্ম (আনজাম দেয়ার জন্যে) তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখাও।

সূরা: ৩৬ **সূরা ইয়াসিন** আয়াত: ১-৮৩

ফাযীলাত: হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, প্রত্যেক বস্তুরই একটি হৃদয় থাকে, আর কুরআনের হৃদয় হলো সূরা ইয়াসিন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন একবার পড়বে, মহান আল্লাহ তাকে দশবার সম্পূর্ণ কুরআন পড়ার সওয়াব দান করেন। (তিরমিযী)

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা:) এর রেয়াওয়েতে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, সূরা ইয়াসিন কুরআনের হৃদপিণ্ড। এ হাদীসে আরো আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়্যতে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে, তার মাগফিরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ করো। (রূহুল-মাআনী, মাযহারী)

হযরত আবু যর (রা.) বর্ণনা করেন, মরন্মোখ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াছিন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়। (রূহুল-মাআনী)